e-mail : prabhuhaldar@gmail.com

হ্যালো ১৮২, জেনে রাখুন

★ মেট্রো রেলের কামরায় সোনা, রুপোর গয়না সহ ব্যাগ ফেলেই নেমে যান। মহাত্মা গান্ধি রোড স্টেশনে নামার পরই খেয়াল হয়। ফোন করেন সিকিউরিটি হেল্প লাইন ১৮২তে। দমদমে ট্রেন পৌঁছাতেই ২ জওয়ান মেট্রোর কামরায় ব্যাগ উদ্ধার করেন। তিনি প্রমাণ দিয়ে নিয়ে যান ৫৫ হাজার টাকার গয়না। *(৪.৯.১৯)*

পরিবেশ রক্ষায় মাসিক মুখপত্র

বিশেষ সংখ্যা ঃ পকেটমারির রকমফের

আজকের বসুন্ধরা

আগামী সংখ্যায় ঃ শিক্ষা সংক্রান্ত

বিয়ের নামে

★ বিয়ের প্রোফাইলে অঙ্কে পিএইচডি ও সরকারি চাকুরে পরিচয় দেয় শুভেন্দু রায়চৌধুরী। মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের বাসিন্দা। বহু মহিলাই যোগাযোগ করেন। শুভেন্দু তাদের সঙ্গে দেখা করত, টাকা পয়সা নিতো কিন্তু বিয়ে করত না। থানায় এক মহিলা অভিযোগ জানান। সে গ্রেপ্তার হয়। (২৬.৯.১৯)

M. - 8926420134, 8436644591 ♦ VOL-9 ♦ ISSUE- 8 ♦ JUNE 2020 ♦ REGD. RNI NO.-WBBEN/2011/41525 ♦ RS. - 2.00 ONLY.

বাসন্তীতে করোনা ত্রাণে গ্রামবিকাশ ও বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন

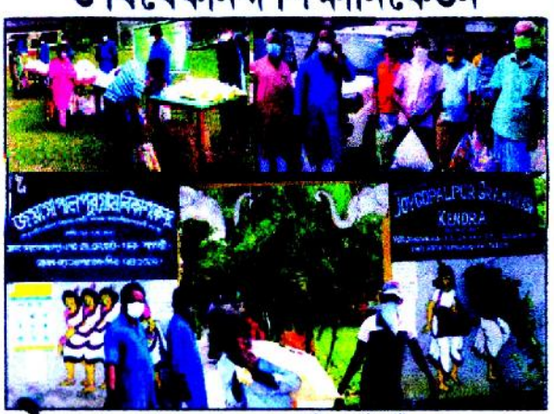

ইনসেটে উপরে করোনা ত্রাণে ক্যানিংয়ে যুক্তিবাদী সংস্থা।

★ **অপরেশ মণ্ডল ঃ** সুন্দরবনের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র' ও 'বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতন'এর যৌথ উদ্যোগে বাসন্তী ব্লকের জয়গোপালপুর, জ্যোতিষপুর, ভরতগড়, রাধারানীপুর, হরেকৃষ্ণপুর, রানীগড়, নফরগঞ্জ, মসজিদবাটি, ঝড়খালি গ্রামের দুই শতাধিক গৃহবন্দি মানুষের হাতে দু' কেজি চাল, দু কেজি আলু, ২৫০ গ্রাম ডাল, এক লিটার সরষের তেল, বিস্কুট, মুড়ি, সাবান ও মাস্ক তুলে দেওয়া হয়। করোনায় লকডাউনের জেরে গৃহবন্দি হয়ে নারী, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অসহায় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। সব মানুষের কাছে সরকারি সাহায্য পৌঁছায় না। অন্যদিকে সাহায্যের পরিমাণও অতি নগণ্য। প্রতিদিন খাদ্য জুটছে না। এখনই শুরু হয়ে গেছে রাস্তা ঘাটে শাকপাতা সংগ্রহ। সেইসব মানুষের পাশে দাঁড়াতে গত ৫, ১২ ও ১৯ এপ্রিল পর পর তিন রবিবার এই সাহায্য দেওয়া হয়। দুই শতাধিক পরিবার ইতিমধ্যেই সাহায্য পেয়ে গেছে। সংস্থার কর্ণধার বিশ্বজিৎ মহাকুড় জানালেন, ২৫ ও ২৬ এপ্রিল আরো ১০০ পরিবারকে করোনা ত্রাণ দেওয়া হল। ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার কিছু কর্মীর অত্যন্ত দুরবস্থায় দিন কাটছিল। যাঁরা গত ৩০-৩৫ বছর ধরে নিজেদের খরচে মানুষকে সর্প সচেতন করে চলেছেন। গত ২২ এপ্রিল ক্যানিং-এ এঁদের কয়েকজনের হাতে করোনা ত্রাণ দিলেন বিশ্বজিৎ মহাকুড়, সঙ্গে ছিলেন প্রাবন্ধিক সাংবাদিক প্রভুদান হালদার। সরকারের পক্ষ থেকে এনজিওদের করোনা ত্রাণে অংশগ্রহণের ছাড়পত্র দিলে, আগামীদিনে আরও ব্যাপকভাবে এঁরা ত্রাণ বিতরণে অংশ নিতে পারেন।

ডেনমার্ক - ৪১

কোপেনহাগেন জঙ্গি

★ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল কোপেনহাগেনের আয়কর সংস্থার ভবন। ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও ভবনটির বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ভেঙে গিয়েছে দরজা-জানলা। ভবনের সামনের অংশটির অবস্থাও খারাপ। পুলিশের দাবি, এর পিছনে সন্ত্রাসবাদীদের হাত রয়েছে। তদন্ত চলছে। যদিও কোনও জঙ্গিগোষ্ঠী হামলার দায় স্বীকার করেনি। *(৮.৮.১৯)*

সুন্দরী বউয়ের লোভে মাথায় হাত ৩৫ যুবকের

★ অনিতা দিল্লির বাসিন্দা। পাত্রী খুঁজছে এমন অবিবাহিত ছেলেদের টার্গেট করত। এ পর্যন্ত ৩৫ জন পুরুষের প্রত্যেকের থেকে ৪৫ হাজার টাকা করে হাতিয়ে নিয়েছিল অনিতা। অনিতা ওই যুবকদের জানিয়েছিল, ২৭ ডিসেম্বর একটি গণবিবাহ অনুষ্ঠান করা হবে। অনিতা ওই যুবক ও তর পরিবারের সদস্যদের বলেছিল বুধবার সেনাপতের খারখোদা শহরে সকাল ১০টায় জড়ো হতে। সেখান থেকে একটি বাসে করে তাঁদের ওই গণবিবাহের অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হবে। সেইমতো ওই যুবকরা নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির হয়ে গিয়েছিলেন। অনিতার আসতে কত দেরি হবে জানতে তাঁরা ফোন করেন অনিতার নম্বরে। কিন্তু ফোন সুইচ অফ। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর বুঝতে পারেন তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। আর দেরি না করে তাঁরা সোজা চলে যান খারখোদা থানায়। সেখানে অনিতার নামে অভিযোগ দায়ের করেন। হরিয়ানায় ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা অনেক কম। প্রধানমন্ত্রী 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' স্কিম চালু করলেও এখানে এখনও গর্ভস্থ কন্যাভ্রূণ হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে। *(২৯.১২.১৭)*

পকেটমারির রকমফের

ঠকবাজের পাল্লায় পড়ে সোনা খোয়ালেন বৃদ্ধা

★ ১৭ এপ্রিল আরামবাগ মণ্ডলগাছিতে সন্ধ্যা পাল বড় মেয়ের বাড়িতে যান। সেখান থেকে শনিবার বড় মেয়ে রূপালিকে সঙ্গে নিয়ে রাজারহাটে ছোট মেয়ের বাড়ি যান। বুধবার সকালে মেয়ের বাড়ি জাঙ্গিপাড়া থেকে ট্রেকারে চেপে এসে তাঁরা পুড়শুড়া যাওয়ার গাড়ি ধরবেন বলে চাপাডাঙ্গায় নামেন। সেখানেই একজন ওই বৃদ্ধাকে তাঁর ভাইপো বলে পরিচয় দেয়। বলে বেকার ভাটার টাকা তুলতে পরিচিত একজনকে সঙ্গে যেতে হবে। তুমি আমার সঙ্গে চলো। এরপর মা ও মেয়েকে বাসে চাপিয়ে তারকেশ্বরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বাসস্ট্যান্ডে বৃদ্ধাকে ও তাঁর মেয়েকে তারকেশ্বর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসিয়ে রেখে ওই প্রতারক এরপর বৃদ্ধার কাছে ফিরে এসে বলে মেয়ের কাছে নিয়ে যাব। এই বলে তাঁকে রিকশায় চাপিয়ে তারকেশ্বর জলপট্টির দিকে নিয়ে যেতে থাকে। এসময় ওই প্রতারক বৃদ্ধাকে বলে, 'জায়গাটা ভালো নয়, সব সোনা খুলে একটা জায়গায় রেখে দাও।' অভিযোগ, সন্ধ্যা পালকে ভুল বুঝিয়ে চাউলপট্টির একটি দোকানের সামনে বসিয়ে সব সোনা নিয়ে চম্পট দেয়। এদিকে, মা-মেয়ে একে অন্যকে দিশেহারার মতো খুঁজতে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় তাঁদের ২ জনের দেখা হয়। এর পরই তারকেশ্বর থানায় সন্ধ্যা পাল অভিযোগ দায়ের করেন। *(২৩.৫.১৯)*

উদ্ধার ৮ লক্ষ টাকার গয়না

★ বাড়ির সকলে কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিল। ফিরে দেখা গেল বাড়িতে রাখা ২৫ হাজার টাকা এবং ৮ লাখ টাকার সোনার গয়না উধাও। পুলিশের সন্দেহের তীর গিয়ে পড়ল নিখোঁজ পরিচালিকার উপর। ফোনে তাকে ধরা হলো। সে এবার জানালো, চোরের সন্ধান দিতে পারে তারই এক পরিচিত 'গুণীন' বন্ধু। তবে শর্ত রাখল সে, তাতে কাজ হলে তাকেও কিছু টাকা দিতে হবে। পুলিশ ও পরিবারের সদস্যরা আপাততভাবে তার শর্তে রাজি হল। এর ঠিক ২ ঘণ্টা পরেই অদ্ভুতভাবে দেখা গেল ফ্ল্যাটের নিচে একটি ব্যাগ পড়ে আছে এবং তাতে রয়েছে খোওয়া যাওয়া এবং টাকার সিংহভাগ। এরপর পুলিশ ওই পরিচারিকাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়ে সত্যের 'বেড়াল'। পুলিশ দীপ্তি মণ্ডল নামে ওই পরিচালিকাকে গ্রেপ্তার করেছে। রবিবার সকালে বছরের শেষ দিনে ঘটনাটি ঘটেছে যাদবপুর থানা এলাকার কালিবাড়ি লেনে। যদিও অভিযোগকারী কৌশিক ভট্টাচার্য জানান, যা খোওয়া গিয়েছে, তার অর্ধেকটা তারা ফেরত পেয়ে গিয়েছেন। *(১.১.১৮)*

পরিবেশ

ওজোন স্তরের ক্ষতিতে দায়ী চিন

★ সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে পৃথিবীকে রক্ষাকারী বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর ক্ষয়ের হার সম্প্রতি আবার বেড়ে গেছে। এই ক্ষতির পিছনে অনেকটাই দায়ী চিন। দেশটির পূর্বাঞ্চলে এখনও ব্যবহার হচ্ছে নিষিদ্ধ ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের একটি উপাদান সিএফসি-১১ ট্রাইক্লোরোফ্লুরোমিথেন। সিএফসি-১১-এর নির্গমনের হার ২০১৪-২০১৭ সালের তুলনায় প্রায় ১১০ শতাংশ বেড়ে গেছে। প্রথম দিকে কার্বন নির্গমনের স্থান হিসাবে পূর্ব এশিয়া চিহ্নিত হয়। এরপর দেখা যায়, মূলত চিনে এই কার্বন নির্গমন বেশি ঘটছে। পলিইউরেথিন ইনসুলেশন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি দেশটির অভ্যন্তরীণ চাহিদার ৭০ শতাংশ পণ্যই বানাচ্ছে নিষিদ্ধ সিএফসি-১১ ব্যবহার করে। কার্বনটির তুলনামূলক কম মূল্যই এর কারণ। এখনই এই গ্যাসের নির্গমন না কমানো হলে অতিবেগুনি রশ্মির কারণে প্রাণী, উদ্ভিদ ও সমুদ্র — সবই বড় ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হবে। *(২৬.৫.১৯)*

পাস্টিক বর্জ্যের দূষণ ভয়ঙ্কর হচ্ছে

★ **স্বয়ংদীপ্ত বাগ ঃ** যেখানে সেখানে পুড়ছে প্লাস্টিক বর্জ্য। বিষাক্ত দূষক ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে নিমেষে চলে যাচ্ছে ফুসফুসে, রক্তে। শিশু, বৃদ্ধ কারও রেহাই নেই। সত্যি কেউ কি আদৌ জানি, প্লাস্টিক বর্জ্য এভাবে পুড়িয়ে দেওয়া ছাড়া এর আর কোনও সঠিক বিকল্প রয়েছে কি না? 'সেন্ট্রাল পলুউশন কন্ট্রোল বোর্ড'-এর সর্বশেষ (২০১৩) সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতে প্রত্যেক দিন ১৫৩৪২ টন প্লাস্টিক বর্জ্য নির্গত হয়। এর ৬০ শতাংশ যথাযথভাবে পুনর্ব্যবহার হয়। কিন্তু এর পরেও প্রতি দিন বিপুল পরিমাণ বর্জ্য (৬১০০ টনের বেশি) থেকে যাচ্ছে যেগুলি দূষণ, নিকাশী এবং নানা আনুষঙ্গিক সমস্যা তৈরি করছে। এই পরিস্থিতিতে আবার সরকার প্লাস্টিক ব্যবহার দ্রুত বাড়ানোর পরিকল্পনা নিচ্ছে। আগামী ২০২২ সালের মধ্যে মাথাপিছু প্লাস্টিকের ব্যবহার ১১ কেজি থেকে বাড়িয়ে বছরে ২০ কেজিতে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে। জানি না বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতি না হলে তখন দূষণের চেহারাটা আরও কতটা ভয়ঙ্কর হবে। এই বর্জ্য সরাসরি দূষিত করছে মাটি ও জল। অনেক জায়গায় প্লাস্টিক আবর্জনা আটকে নিকাশী ব্যবস্থা দফারফা করছে। সমুদ্রে প্লাস্টিক বর্জ্য যে হারে পড়ছে তাতে করে ২০২৫ সালে সমুদ্রে প্রতি ৩ কেজি মাছা পিছু ১ কেজি প্লাস্টিক থাকবে। আর ২০৫০ সালে সমুদ্রে প্লাস্টিকের আনুপাতিক পরিমাণ মাছের থেকেও বেশি হবে। খোলা জায়গায়, প্লাস্টিক পোড়ানো বাতাসে মিশছে ডাইঅক্সিনস, ফিউরানস, মারকারি এবং পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইলস জাতীয় বিষাক্ত গ্যাস। পলিভিনাইল ক্লোরাইড জ্বালানোর ফলে নির্গত হচ্ছে মারাত্মক হ্যালোজেন। দূষিত হচ্ছে বায়ু। এমনকি অনিবার্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন। 'পলিস্টিরিন', কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক। ব্রোমিনেটেড যৌগগুলি জিনগত পরিবর্তনের কারণ ও ক্যানসার উদ্দীপক। অ্যাজেন্টরেঞ্জ নামক বিষাক্ত যৌগটি স্নায়ুর ক্ষতি ও ক্যানসারের কারণ হয় আর থাইরয়েডের প্রজনন সংক্রান্ত ক্রিয়াকে বিপর্যস্ত করে দেয়। জনপদে এই ভাবে বিনা সতর্কতায় বর্জ্য পোড়ানো হলে তা স্বভাবতই বাড়ায় হৃদরোগের ঝুঁকি, অ্যাজমা ও শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা ও র‌্যাশের ভোগান্তি। এ ছাড়া এটি মাথার যন্ত্রণা ও গা বমির কারণ হয় এবং স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করে।

সম্প্রতি 'প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলস' (২০১৬) প্লাস্টিক দূষণ যারা পরিবেশে ছড়াচ্ছে, তাদের প্রতি বেশ কড়া মনোভাব দেখিয়েছে। আর ব্যবহার করার পর ফেলে দিতে হয়, এমন প্লাস্টিক দ্রব্য বা ডিসপোজেবল প্লাস্টিক দ্রব্যের ব্যবহারই তো দিল্লিতে নিষিদ্ধ করেছে 'ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল'। প্রসঙ্গত, প্লাস্টিক জঞ্জালকে না পুড়িয়ে বা অন্যভাবে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না করে, রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহার করা, একটা অন্যতম সমাধান হতে পারে। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারতের ১১টি রাজ্যে ১ লক্ষ কিলোমিটার রাস্তা ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে প্লাস্টিক জঞ্জাল ব্যবহার করে। *(সৌজন্য - এই সময়) (২৮.১২.১৭)*

বিবেকানন্দ কমিউনিটি কলেজ ফর ভোকেশনাল এডুকেশন

পরিচালনায় - জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র

বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, আয়ের বৃদ্ধি ও সুনিশ্চিত করতে জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র নিরলস প্রচেষ্টা করে চলেছে। বেকারত্ব দূরীকরণ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার লক্ষ্যে এতদঞ্চলের সাধারণ যুবক যুবতীদের বিনা খরচে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে এই সংগঠন।

উদ্দেশ্য

◆ পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্তে হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ◆ ভবিষ্যত প্রজন্মকে আরো গতিশীল করা ◆ ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ◆ বিশেষ চাহিদা ভিত্তিক বিষয় নির্বাচন ◆ দেশি ও বিদেশি প্রশিক্ষকদের যৌথ উদ্যোগে যুগোপোযোগী প্রশিক্ষণ

বিষয় ঃ ১) ছুতোর ২) পাইপ লাইন ৩) গাড়ি মেরামত ৪) ঝালাই

—ঃ শর্তাবলী ঃ—

◆ বয়স হতে হবে ১৬ বছরের উর্ধ্বে ◆ শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি বা তার বেশি ◆ নির্দিষ্ট সময়ে ও ক্লাসের দিনগুলিতে বাধ্যতামূলক উপস্থিত থাকতে হবে ◆ কোর্স শেষ হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিক ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ◆ সংগঠনের সাধারণ নিয়মাবলী পালন ও শৃঙ্খলা রক্ষা ◆আধার কার্ডের জেরক্স ও ১ কপি ছবি (পাসপোর্ট) জমা দিতে হবে

ITKb' OiuS:foiu 1 x/Apoiai, b~1, x¢ ¢, Ay30

যোগাযোগ ঃ জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র

জয়গোপালপুর, জে.এন.হাট, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগনা, ৭৪৩৩১২

মোবাইল - ৯০৯১২০২৮৩৮, ৯৭৩২৭১৬৯২৬, ৯৭৩৫৫১২৬৯৫

কী বিচিত্র এই প্রাণী জগৎ - ৪৩

পাখি বাঁচাতে ২০ লাখ বিড়াল হত্যা

★ বিড়ালের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা প্রচুর সংখ্যক পাখি হত্যা করে। সিএনএন-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, আগামী ২০২০ সালের মধ্যে অন্তত ২০ লাখ বিড়াল হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া সরকার। দেশটিতে প্রায় ২০ থেকে ৬০ লাখ বনবিড়াল রয়েছে। এরা প্রতিদিন ১০ লাখেরও বেশি পাখি হত্যা করে। বিড়ালের এই 'খুনে স্বভাবের' কারণে দেশটির অনেক প্রজাতির পাখি এখন বিলুপ্তির পথে। দেশটিতে বনবিড়ালরা প্রতিবছর সাড়ে ৩১ কোটি এবং পোষা বিড়াল বছরে ৬ কোটি ১০ লাখ পাখি হত্যা করে। উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য কুইন্সল্যান্ডে প্রতিটি বিড়ালের খুলির জন্য ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এই সমস্যা শুধু অস্ট্রেলিয়াতেই নয়। পোষা ও বনবিড়াল উভয় নিয়ন্ত্রণ অথবা কমিয়ে এনে প্রতিবেশী দেশ নিউজিল্যান্ডের এক বিশিষ্ট পরিবেশবিদ বিড়ালমুক্ত ভবিষ্যত গড়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাস অনযায়ী, দেশটিতে প্রথম বিড়ালের আগমন ঘটে সপ্তদশ শতকে, নির্দিষ্ট কিছু জায়গায়। বংশ বিস্তার করতে করতে বর্তমানে দেশটির ৯৯.৯ শতাংশ এলাকায় বিস্তার ঘটেছে বিড়ালের। *(৩০.৪.১৯)*

তত্ত্ব ছাড়া শুধুই অভিজ্ঞতা হল অন্ধ, আর অভিজ্ঞতা ছাড়া তত্ত্ব হলো স্রেফ বুদ্ধির খেলা। — ইমানুয়েল কান্ট

আজকের বসুন্ধরা
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭, ১ জুন ২০২০ (প্রকৃত ১৩ বর্ষ ১ম সংখ্যা)

সম্পাদকীয়

করোনা মোকাবিলায় এনজিওদের প্রতি সরকারি নির্দেশ নেই কেন?

★ এক মাস লকডাউনের পর গত ২০ এপ্রিল থেকে বেশ কিছু ক্ষেত্রে লকডাউন শিথিল করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দপ্তরে ২৫ শতাংশ কর্মীর হাজিরায় কাজ চালানো যাবে। কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্য সরকার কোন ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা এনজিওদের এই সংকটকালীন মন্বন্তরের প্রারম্ভে কোন কাজ করার নির্দেশ নেই। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন করোনা ত্রাণ বিলি করতে গেলেও পুলিশ প্রশাসন, বিডিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুমোদন নিতে হচ্ছে। এমনকি কলকাতা থেকে বাসন্তীতে বেসরকারি ত্রাণ বিতরণের গাড়িকেও ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যাঁরা সরকারি বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরি করেন, এক মাসের মাইনে বন্ধ হয়ে গেলে পরের মাসে আর্থিক টানাটানি শুরু হয়ে যায়। আমি দীর্ঘ ৩৬ বছরের শিক্ষকতা জীবনে দেখেছি, অধিকাংশ শিক্ষককে ১৫ তারিখ পার হলে ধার করতে হতো। বর্তমানে এখন মাইনে বেড়ে যাওয়ায় সরকারি কর্মচারীদের আর্থিক দুরবস্থা অনেকটা দূর হয়েছে। কিন্তু সরকারি কর্মচারী মোট জনসংখ্যার কত পার্সেন্ট? এক সামান্য অংশ মাত্র। বহু মানুষ সকালে জীবিকার সন্ধানে বার হয়ে, চাল ডাল কিনে সন্ধ্যায় ফেরে। তাহলে গত একমাস লকডাউন থাকায় বেশিরভাগ মানুষের কি অবস্থা হয়েছে, আমরা অনেকেই ধারণা করতে পারছি না।

সরকারি সাহায্য বলতে কিছু চাল। ডাল এখনো পায়নি। যাদের বাড়িতে ছাত্রছাত্রী আছে তারা চালের সঙ্গে তিন কিলো আলু পাচ্ছে। তাও আবার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। কিন্তু একটা পরিবারকে সচল রাখতে গেলে সামান্যতম কিছু পয়সা তো দরকার। এই এক মাসে এক পয়সাও রোজগার নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের মহিলা জনধন অ্যাকাউন্টে ৫০০ টাকা করে পাওয়ার কথা। বিভিন্ন কারণে সকলে এখনো টাকা পায়নি। জনধন উজ্জ্বলার সুবিধা ধাপে ধাপে পাবে। কিন্তু এরাও মোট জনসংখ্যার একটা সামান্য অংশ।

এখনই গ্রামে গঞ্জে মন্বন্তরের পূর্বাভাস - রাস্তাঘাট থেকে শাকপাতা তোলা শুরু হয়ে গেছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা শূন্যে নেমে এসেছে। এই সমস্ত পরিবারের হাতে সামান্য কিছু টাকা দেওয়া দরকার। রাজ্য কেন্দ্র কোন সরকার দুস্থ, সব মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছে না। যারা এই কাজ কিছুটা করতে পারে, রাজ্য কেন্দ্র সরকার তাদের ব্রাত্য করে রেখেছে। স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা বা এনজিও সেক্টরগুলোকে এখনো পর্যন্ত কেন্দ্র-রাজ্য থেকে অংশগ্রহণের কোন নির্দেশ নেই। যদিও লকডাউনের কিছুদিন পর কেন্দ্রীয় সংস্থা নীতি আয়োগের পক্ষ থেকে এনজিওদের নিয়ে রাজ্য - জেলা স্তরে করোনা মোকাবিলায় নোডাল কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছিল।

২০০৯ সালে সুন্দরবনে আয়লা প্রত্যক্ষ করেছি। সহস্রাধিক এনজিও, ব্যক্তি, দলকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছি বিধ্বস্ত সুন্দরবন এলাকায়। যদি স্বেচ্ছাসেবীরা এই আয়লাকালীন সময়ে সুন্দরবনের মানুষের পাশে না দাঁড়াত, তাহলে বহু মানুষ না খেয়ে মারা যেত। এবিষয়ে কোনো সন্দহ নেই। কারণ প্রত্যন্ত এলাকায় সরকারি সাহায্য পৌঁছায়নি। এছাড়া সরকারি সাহায্যের একটা অংশ চিরদিনই এলাকার রুলিং পার্টির পকেটে যায়। কয়েকদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম। এক সম্মানীয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি লিখেছেন। তিনি দেখেছেন রাস্তার ধারে কিছু মহিলা কিশোর কিশোরী বিভিন্ন ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে শাকপাতা সংগ্রহ করছে। তিনি সন্দেহ করে বলেছেন, আমরা কি মন্বন্তরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশের অর্থনীতির একটা বড় অংশ এনজিও বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভারতেও হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবীরা কাজ করে চলেছেন। এই এনজিওদের সহযোগিতায় ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে এখন বহু মানুষ খেয়ে পরে বেঁচে আছে।

রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রম ছাড়া অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীরা এখন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। তারা করোনা-ত্রাণ পৌঁছে দিতে পারছে না। বিশেষ অনুরোধ এই মুহূর্তে এনজিওদের করোনা ত্রাণ কার্যে ব্যবহার করা হোক। তারা যেন তাদের স্ব আইডেন্টিটিতে রাস্তা চলাচল করতে পারে। অনেক এনজিও হাসপাতাল চালায়। গ্রামে গঞ্জে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেয়। তারাও ঘর থেকে বের হতে পারছে না। এদেরকে ছাড় দেওয়া যাচ্ছে না কেন? বুঝতে পারছি না।

অন্যদিকে এনজিওদের কাছে অনুরোধ ত্রাণের সঙ্গে যদি দু-একশ টাকা দেওয়া যায়, তাহলে সেটাই হবে এই মুহূর্তে তাদের শ্রেষ্ঠ দান। মা মাটি মানুষ সরকারের কাছে আবেদন, এনজিওদের করোনা ত্রাণে অংশগ্রহণের ছাড়পত্র দেওয়া হোক। নাহলে, করোনায় নয় মন্বন্তরে মারা পড়বে বহু মানুষ। যার দায়ভার সরকারের কাঁধেই বর্তাবে।

উদ্ভিদ ও চাষবাস

সিংগরীলতা-৫৭

★ ড. সুভাষ মিস্ত্রী : পশ্চাৎ ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের লতানো উদ্ভিদ। সিজালপিনিয়া ক্রিস্টা (Caesalpinia crista) সিংগরীলতা ১৫-২০ মিটার লম্বা হতে পারে। দ্বি-পক্ষল লম্বাটে পাতা। প্রতি পক্ষকে ৪-৬টি পাতা (পত্রক) হয়। কান্ডে বাঁকানো কাঁটা থাকে। হলুদবর্ণের ফুল হয়। কালো একবীজ বিশিষ্ট ফল ডিম্বাকৃতি ও ঠোঁটযুক্ত। সিংগরীলতা একাধারে বহুমূত্ররোগ ও পুংস্থলীতে জমা পাথর নিরাময়ে বিশেষ সহায়ক। জানুয়ারি থেকে মার্চ ফুল-ফল হয়।

পকেটমারির রকমফের

১ কোটিতে গজমুক্তো, ধৃত মামা-ভাগ্নে

★ 'গজমুক্তো' কি জিনিস, তার ব্যাখ্যাও সে নিজেই দিয়েছিলো। হাতি মেরে, তার চওড়া কপালের আড়ালে থাকা খুলি খুললে নাকি মুক্তো মেলে। তারই দাম কোটি টাকা। ওই মুক্ত পেলে নাকি ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়। কোটি কোটি টাকা কামিয়ে রাজা হওয়ার খোয়াব চুরমার হয়ে দানাজির ঠাঁই হলো গরাদে। চাপে পড়ে ঠকবাবাজি স্বীকার করল, মেলা থেকে আনা নুড়ি পাথরকেই সে 'গজমুক্তো'র তকমা দিয়েছিল। মামার সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হলো তার সাগরেদ ভাগ্নেকেও। বনদপ্তরের কাছে খবর ছিল, কলকাতাতেই ওয়েবসাইট খুলে কেনাবেচা চলছে 'গজমুক্তো'র। হাতির দাঁতের বেআইনি কারবার হচ্ছে এই অনুমানে তদন্তে নামেন তারা। ওয়েবসাইটে দেওয়ার নম্বর থেকেই দানাজি মহারাজ ওরফে প্রবাল চৌধুরীকে ফোন করেন এক বনকর্তা। দানাজি 'গজমুক্তো'র দাম হাঁকে ১ কোটি টাকা। 'ডিল ফাইনাল' করতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দানাজি ভবানীপুরের ডেরায় পৌঁছান খদ্দেররূপী তিন বনকর্তা। একসঙ্গে ৩ ক্রেতা পেয়ে দানাজি ১০টি 'গজমুক্তো' দেখান। সঙ্গে হাতির খুলির কাহিনীও শুনিয়ে দেন। ডিমের মত দেখতে 'মুক্তো'গুলি হাতে নিয়ে বনকর্তারা আন্দাজ করেন নিছকই নুড়ি-পাথর। এরপর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করালেই আমতা আমতা করে নানা তথ্য শোনাতে থাকে দানাজি। গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। 'গজমুক্তো'র তথ্যতালাশ করতে পাঠানো হয় পরীক্ষাগারে। দানাজিকে নিয়ে আসা হয় বিকাশভবনে। দানাজি স্বীকার করে, কলকাতার একাধিক মেলায় অধিবাসীদের থেকে ৫০-১০০ টাকায় সে ওই পাথরগুলি কিনেছিল। বলে, ভাগ্নে ওয়েবসাইটি খুলে দিয়েছিল। গ্রেপ্তার করা হয় ভাগ্নেকেও। দানাজিকে ছাড়াতে সকাল থেকে 'ভক্তে'র সমাগমে বিকাশভবন চত্বর ছিল জমজমাট। জামিনও পেয়ে যায় 'মামা-ভাগ্নে'। জোচ্চর দানাজি জামিন পাওয়ায় আহ্লাদে আটখানা ভক্তকুল। বনদপ্তরের কোন গাফিলতিতে দানাজি আইনের ফাঁক গলে গেল কি না, তা নিয়ে রহস্য রয়েই গেল। (৫.১১.১৬)

প্রতারণায় ধৃত আরেক বান্টি-বাবলি

★ শোভনদীপ, স্ত্রী ও আত্মীয়দের নিয়ে লেকটাউনের গোলাঘাটায় 'এ এস মোটোটেক প্রাইভেট লিমিটেড' নামে এক সংস্থা চালু করেছিল। এই সংস্থার তরফে বলা হয়, মাত্র আড়াই লাখ টাকা দিলেই মিলবে নতুন গাড়ি। অনেকেই গাড়ি কেনার জন্য টাকা জমা দেন। কিন্তু কেউই গাড়ি পাননি। অন্যদিকে আবার প্রতারক দম্পতি চুক্তিভিত্তিক পরিবহন ব্যবসাও চালু করে। দুরপাল্লার রুটে অ্যাপ ক্যাব সার্ভিস দেওয়া হত। এক্ষেত্রেও বিভিন্ন জনের কাছ থেকে চুক্তিতে গাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে বান্টি-বাবলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কথা রাখেনি। এমনকি অভিযোগ উঠেছে, অন্যের টাকায় গতিধারা গাড়ি কিনে ব্যবসায় খাটিয়েছে। প্রতারণা ফাঁস হতেই অফিস বন্ধ করে চম্পট দেয় তারা। সোমবার রাতে বর্ধমানে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত স্বামী স্ত্রী ও শ্যালককে ধরা হয়েছে। ২ এপ্রিল লেকটাউন থানায় এ নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। আগেই গ্রেপ্তার হয়েছে শোভনদীপের আর এক শ্যালক সন্দীপ হাজরা। দুরপাল্লার রুটে অ্যাপ ক্যাব সার্ভিস দেওয়ার নামে ধৃতরা কোটি টাকা হাতিয়েছে বলে অভিযোগ। ২৯ বছরের শোভনদীপের বাড়ি বিধাননগরের সিকে ব্লকে। তবে এখন স্ত্রীকে নিয়ে লেকটাউনে দক্ষিণদাড়িতে থাকে সে। মনিকার বয়স ২৮ বছর। (৬.৬.১৮)

৮০০ ল্যাপটপ হাতিয়েছে বান্টি-বাবলি

★ স্বামী-স্ত্রীর ল্যাপটপ চুরির গ্যাং। সকালে স্বামী বেরত ঝোলা নিয়ে। তাতে থাকত ছেনি, হাতুড়ি, পাথর-সহ ঘরের তালা ভাঙার সামগ্রী। সঙ্গে একটি বড় তোয়ালে। তোয়ালে চাপা দিয়ে ভাঙা হত তালা, যাতে পাশের ফ্ল্যাট থেকে কোনও শব্দ শোনা না যায়। ল্যাপটপ চুরি করে বিক্রি। এক-একটি ল্যাপটপ মাত্র সাড়ে ৩ থেকে ৫ হাজার টাকায়। বিভিন্ন জায়গায় ছিল 'রিসিভার'। তাদের মধ্যে রয়েছে এক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়াও। এছাড়া অনলাইন সংস্থাতেও বিক্রি হত। ৩ বছর ধরে এই কায়দায় দিনে ৫ হাজার টাকা আয় করেছে এই দম্পতি। উদ্ধার হয়েছে ১৩১টি চোরাই মোবাইল। ধৃতরা হল সৌমেন বর্মন ও সঙ্গীতা বর্মন। বাগুইআটির জগৎপুরের নেতাজি পল্লীর বাসিন্দা। অশ্বিনীনগরে সঙ্গীতার বাপের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে চোরাই ল্যাপটপগুলি। এর আগে ৬০০-র বেশি চোরাই ল্যাপটপ তারা বিক্রি করেছে। ধৃত দম্পতির টার্গেট ছিল মূলত পেয়িং গেস্টরা। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ২টোর মধ্যে তালা ভেঙে ফ্ল্যাটে ঢুকত সৌমেন। ল্যাপটপ ছাড়া ঘরের অন্য কোনও জিনিসে সে হাত দিত না। গত ১৪ ও ১৫ নভেম্বর বাগুইআটি থানা এলাকায় পরপর দুটি বাড়ি থেকে ল্যাপটপ চুরি যায়। খোঁজ পাওয়া যায় জগৎপুর নেতাজি পল্লীর বাসিন্দা পেশায় রঙের মিস্ত্রী বছর চৌত্রিশের সৌমেন বর্মনের। রঙের মিস্ত্রি অথচ বিলাসবহুল জীবনযাপন। স্ত্রী সবসময় সোনার গয়না পরে থাকেন। ঘরে সোনার দেবীপ্রতিমা। ১৯ নভেম্বর সৌমেনকে ধরেন গোয়েন্দারা। তাকে জেরা করে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ২২ তারিখ গ্রেপ্তার করা হয় ৩৩ বছরের সঙ্গীতাকে। তালা ভাঙার নিপুণ এক কৌশল জানতে পেরেছে গোয়েন্দারা। সাধারণ তালা হ আংটার ভিতরে প্রথমে পাথর ঢোকাত। তার ওপর ছেনি বা হাতুড়ি বসিয়ে টান। কোনও শব্দ নেই। খুলে যেত তালা। শনি ও রবিবার তাদের ছুটি থাকত। সৌমেন 'কাজে' বেরত না। কারণ, বাসিন্দারা সাধারণত বাড়িতেই থাকেন। বেসরকারি একটি ব্যাঙ্কে চোর দম্পতির অ্যাকাউন্টের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। ল্যাপটপ চুরি করে মাসে দেড় লাখ টাকা রোজগার। (২৪.১১.১৮)

কুকুর বেচার নামে প্রতারণা

★ ধৃতের নাম কমল শর্মা। অনলাইনে নম্বর পেয়ে কলকাতার বাসিন্দা এক বৃদ্ধা একটি নির্দিষ্ট জাতের কুকুর কেনার জন্য কমলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সে নিজেকে আকাশ বলে পরিচয় দিয়ে কুকুরের জন্য ১৮ হাজার টাকা চায়। আরটিজিএসের মাধ্যমে টাকা জমা করেন বৃদ্ধা। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে হাওড়া স্টেশনে কুকুর আসেনি। মোবাইল বন্ধ করে দেয় অভিযুক্ত। হাওড়া জিআরপিতে অভিযোগ দায়ের করেন বৃদ্ধা। মোবাইলের সূত্র ধরে শুক্রবার সকালে কমলকে নয়ানিশির প্রহ্লাদপুর থেকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। (২.৬.১৮)

শিক্ষা-২৪

বই ফেরত

★ ৭৩ বছর পর। হ্যাঁ, এমনই ঘটনা ঘটিয়েছেন মোরা গ্রিগ। ১৯৪০ সালে। গ্রিগের বয়স তখন মাত্র ২। শিশুমন আসক্ত হয়ে পড়ে 'দ্য পোস্টম্যান'-এর পাতায়। তৎকালীন পিওনদের কাজের বিবরণে ভরেছে বইটি। মেরিল্যান্ডের দ্য সিলভার স্প্রিং লাইব্রেরি থেকে ইস্যু করা হয়েছিল বইটি। সঠিক সময়ে লাইব্রেরিতে ফেরত আসেনি বইটি। বর্তমানে কানাডার বাসিন্দা গ্রিগ বলেন, 'বইটির ছবিগুলি ভীষণ পছন্দের'। তাঁর বাসস্থান বদলায়। হঠাৎ করেই আবার সামনে এসে পড়ে গ্রিগের ছোটবেলার পছন্দের বইটি। তখনই তিনি বইটিকে লাইব্রেরিতে ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমাও চান। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ৭৩ বছর পর বইটির জন্য জরিমানা দাঁড়িয়েছে ৯০০০ ডলার। কিন্তু, বাচ্চাদের বইয়ের ওপর নেওয়া হয় না কোনও জরিমানা। তবে আবারও পুরানো দিনে ফিরে যাওয়ার সুযোগ থাকছে গ্রিগের কাছে। টরেন্টো লাইব্রেরিতে রয়েছে i£žþû „þÞ ö. ýá xýýìý 'þ þÿþþû i£þ (৭.৫.১৯)

দুষ্টুদের চেনাতে হবে ছোট থেকেই

শতরূপা ভট্টাচার্য : জিডি বিড়লার চার বছরের শিশুর ওপর যৌন নির্যাতনের পর এখন আতঙ্কিত অন্যান্য অভিভাবকরাও। কিন্তু একরত্তি শিশুদের অভিভাবকরা কীভাবে বোঝাবেন, যৌনতা কী? একটি টিভি শো-তেও দেখা গিয়েছে, এক বিখ্যাত অভিনেতা শিশুদের মতো করেই তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কীভাবে তারা নিজেদের সুরক্ষিত রাখবে।

কোন অংশ স্পর্শ করলে বিপদ এবং কারা তা করতে পারে — বক্ষদেশ, গোপনাঙ্গ এবং পশ্চাদ্দেশ, মহিলাদের শরীরের এই তিনটি অংশেই বিকৃতকামী পুরুষদের লক্ষ্য। কিন্তু, সেই অংশগুলো শুধু মা-বাবা স্পর্শ করতে পারবেন। মা-বাবার উপস্থিতি ছাড়া চিকিৎসকরাও স্পর্শ করতে পারবেন না। অন্য কেউ স্পর্শ করলে সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ জায়গায় ছুটে পালাতে হবে। মা বা অন্য কোনো বিশ্বস্ত মানুষকে জানাতে বলা হয়েছে। শিশুদের বোঝানো জরুরি, কোনটা গোপনাঙ্গ আর কোনটা সাধারণ অঙ্গ। **যৌনাঙ্গ সম্পর্কে শিশুদের বোঝানো** — মা যখন স্নান করাবেন শরীরের সমস্ত অংশগুলো এবং তাদের কার্যকারিতা বুঝিয়ে দিতে হবে। বোঝাতে হবে মুখ্য এবং গৌণ যৌনাঙ্গ সম্পর্কেও। টয়লেটে যাওয়ার সময় মা যখন সঙ্গে থাকবে না, তখন সে কার কাছে সাহায্য চাইতে পারে। **না বলতে শেখানো** — রকমফেরে আদর শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতনও হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই তাদের সরাসরি না বলতে শেখানো প্রয়োজন। **কাকে বিশ্বাস করবে শিশু** — অচেনা লোকের কাছে না-যেতে শেখানো। শিক্ষক যদি যৌন নির্যাতন করে তাহলে তাদের থেকে শিশুদের দূরে রাখার কী উপায়? অনেকে শিশুদের প্যান্ট খুলে দিয়ে মজা করে। শিশুদের বোঝাতে হবে, মা-বাবা ছাড়া তাদের স্পর্শ করার অধিকার আর কারও নেই। কেউ তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তা করলে সঙ্গে সঙ্গে সে যেন বাবা-মার কানে তা তুলে দেয়। রজঃস্বলা হওয়ার আগেই সেই সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে দেওয়া - মেয়েদের ক্ষেত্রে এটি নিতান্ত সাধারণ একটি ঘটনা। সেই দায়িত্ব নিতে হবে মাকেই। ছোটবেলাতেই জানাতে হবে, একটা বয়সে সকলের মতো তারও 'রেড টয়লেট' হবে। **সামগ্রিক যৌন শিক্ষা** — যৌন শিক্ষা গোপন না করে কম বয়স থেকেই শিশুদের যৌনাঙ্গগুলো চেনানো উচিত। এক্ষেত্রে 'গুড টাচ' বা 'ব্যাড টাচ' সম্পর্কে বোঝাবেন। শিশুকন্যা সাঁতার শেখার সময় শরীরের যে অংশগুলো ঢাকা থাকে সেগুলোতে স্পর্শই হল 'ব্যাড টাচ'। চেনা লোক যখন শিশুকে স্পর্শ করে তখন গাল, চুল ইত্যাদিতে প্রথম স্পর্শ করে। শরীরের ঢাকা অংশ থেকেও চেনা লোকেরা শিশুকে যৌন হেনস্থা করা শুরু করে। প্রথম থেকে শেখানো উচিত, কারও আদরে যদি তুমি বিরক্ত হও, তাহলে তার প্রতিবাদ কর। যৌন শিক্ষা অভিভাবকদেরই শেখাতে হবে।

আইনি অধিকার - ৪৩

মা-বাবা থেকে দূরে সরাতে চাইলে ছেলে স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে পারবে

★ বৃদ্ধ মা-বাবা থেকে দূরে সরাতে চাইলে বা তাদের সঙ্গে অত্যাচার করলে স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে পারবেন কোনও হিন্দু ছেলে। এমন ঐতিহাসিক রায় দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। বিচারপতি আর দাভে এবং বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাওয়ের নেতৃত্বাধীন এক বেঞ্চ জানায়, বিয়ের পর কোনও মহিলা স্বামীর পরিবারের অংশে পরিণত হয়ে যান। তাই স্বামীর উপার্জন একাকী ভোগ করার লোভে কোনও স্ত্রী কখনই স্বামীকে তার বৃদ্ধ বাবা মা থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারেন না। *(৮.১০.১৬)*

বাংলাদেশ-৩৪

সব প্রতিবন্ধীকে বাংলাদেশ ভাতা দেবে

★ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে তার সরকার আগামী বাজেট থেকে দেশের সব প্রতিবন্ধীকে ভাতা প্রদান করবে। বর্তমানে সরকার ১০ লাখ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাসিক ৭০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করছে এবং সেপার রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে এখন ১৪ লাখ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী রয়েছে। যারা আগামীতে ভাতার আওতায় আসবে। শেখ হাসিনা ১২তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে একথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অটিজম আক্রান্ত শিশুরা সুস্থ পরিচর্যা পেলে স্বাভাবিকভাবে জীবনে সকলের সঙ্গে মিলে চলতে পারবে। অটিজম আক্রান্ত শিশুরা কোনও একটি বিশেষ ক্ষেত্রে পারদর্শী হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, এদের মাঝে যে সুপ্ত জ্ঞান এবং প্রতিভা থাকে, সেটাকেও কাজে লাগাতে হবে। শেখ হাসিনা প্রতিবন্ধীদের মেধাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রেও সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, তাঁদেরকে আপনারা যদি একটু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে তাঁদের জীবনটাও অর্থবহ হয়। তারা যতটুকু সুযোগ পায়, সেটা কাজে লাগাতে পারে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য তাঁর সরকার এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার আধাঘন্টা সময় বাড়িয়ে দিয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যতটা সময় পায় তার থেকে প্রতিবন্ধীরা একটু বেশি সময় পায় এই জন্য যে, তারা যেন পরীক্ষাটা ঠিকমতো দিতে পারে। কারণ, তারা অন্য সবার মতো একইসঙ্গে লিখে শেষ করতে পারে না। প্রধামন্ত্রী এসময় 'মুক্ত পানি' মিনারেল ওয়াটারের বোতল হাতে নিয়ে অনুষ্ঠানের সবাইকে দেখিয়ে বলেন, 'এটিও কিন্তু আমাদের প্রতিবন্ধীরাই তৈরি করেছে।' তিনি এই পানি কেনার জন্যও সকলের প্রতি আহ্বান জানান। শেখ হাসিনা প্রতিবন্ধীদের বহুমুখী প্রতিভার উদাহরণ দিয়ে বলেন, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা প্লাস্টিক এবং বেত দিয়ে মোড়া তৈরি করছে, নানা সাংসারিক উপকরণ তৈরি করছে। তিনি সুযোগ পেলেই এগুলো সংগ্রহ করেন এবং ব্যবহার করেন বলেও জানান।

রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদ ২ এপ্রিলকে বিশ্বব্যাপী অটিজম সচেতনতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'সহায়ক প্রযুক্তির ব্যবহার অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তির অধিকার।' *(২.৪.১৯)*

পকেটমার থেকে বাঁচতে জেনে রাখুন-৫১

উদরে তার রত্নভাণ্ডার

★ পেট দেখে মনে হয়েছিল বড় টিউমার। কিন্তু পেট কাটার পরই চিকিৎসকদের চক্ষু চড়ক গাছ। পেট থেকে ২, ৫, ১০ টাকার ৬০টি কয়েন, ৮০টি কানের দুল, ৬৯টি চেন, ২৩টি বালা, ৪৩টি নূপুর, ১৯টি আংটি, ১১টি নাকছাবি, ১টি হাতঘড়ি, মুকুট, ইমিটিশেনের হার, লকেট, ব্রেসলেট, ঝুমকো, পুঁতির মালা—এমনকী বাড়ির সোনা-রুপোর গয়নাও বাদ যায়নি। এককথায় রত্নভাণ্ডার। বুধবার বিরল এই অস্ত্রোপচারের সাক্ষী রইল রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। পাকস্থলী থেকে ১ কেজি ৬৮০ গ্রাম সামগ্রী বের হয়। গত বৃহস্পতিবার রামপুরহাটের প্রত্যন্ত এলাকা মাড়গ্রাম থেকে হাসপাতালের আউটডোরে দেখান বছর ২১-এর তরুণী সাবানা ইয়াসমিন (নাম পরিবর্তিত)। তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন। হাসপাতালের জেনারেল সার্জারি বিভাগের প্রধান ডাঃ সিদ্ধার্থ বিশ্বাস রোগীকে দেখমাত্রই ভর্তি নিয়ে নেন। তরুণীর ঢোল হয়ে যাওয়া পেট ক্রমশ যন্ত্রণা হচ্ছিল। সঙ্গে বমি ও মলের সঙ্গে রক্তক্ষরণ। কোনও কিছু খেতে পারছিলেন না। সম্ভবত বিগত ৭-৮ মাস ধরে খাচ্ছিল। জানা গেছে, রোগীর বাড়িতে কসমেটিক্স সামগ্রীর দোকান রয়েছে। সন্দেহ, সেখান থেকেই লুকিয়ে লুকিয়ে রোগী এগুলি খেয়েছেন। এই ঘটনা পকেটমারি না হলেও এখন এভাবে সোনা সহ বহু দ্রব্য পাচার হচ্ছে। *(২৫.৭.১৯)*

মেডিকেলের গোপন তথ্য

★ আইসিইউতে যদি আপনার কোন রুগী থাকে, আর তিনি যদি মারা যান, তাহলে হসপিটাল থেকে লাশ চেক করে আনবেন। লাশের বাম বগলে কোন ছোট ছিদ্র আছে কিনা, সেটা ভাল করে খেয়াল করুন, যদি ছিদ্র থাকে, তাহলে প্রশাসনের সাহায্য নিন। কেননা, আপনারা হয়তো গরুকে ইনজেকশন দেওয়ার সিরিঞ্জ দেখে থাকবেন, ঠিক তদ্রুপ একটি অকৃত্রিম সিরিঞ্জ আছে, যা বাম বগলে ঢুকিয়ে দিলে, মৃত রুগীও মনে হবে জীবিত আছে এবং শ্বাসগ্রহণ করছে। একটা সিরিয়াস রুগীকে একদিন আইসিইউ-তে রাখতে প্রচুর টাকা লাগে, আর এই কৃত্রিম সিরিঞ্জ দিয়ে, কমপক্ষে ২৪/৩২ দিন একজন রুগীকে আটকানো খুবই সহজ। ***(ফেসবুক)***

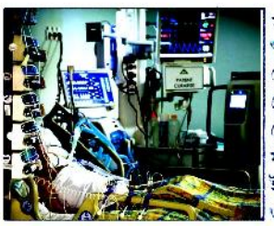

সাপের কামড়ে মৃত্যু ঃ অক্টোবর ২০১৯

১০ ঃ টগরী মান্নার সাপে কেটে মৃত্যু ঃ উদয়নারায়ণপুর ব্লকের বড়দা রঘুনাথপুরের বাসিন্দা। আমতা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। অভিযোগ, ভর্তি করার পর কোনওরকম চিকিৎসা হয়নি এবং ঘন্টাখানেক পরেই মারা যায় টগরী। পরে পরিবারের লোকজন কর্তব্যরত চিকিৎসককে হেনস্থা করেন। পুলিশ ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে। হাসপাতাল চত্বর থেকে ১৭টি বাইক বাজেয়াপ্ত করে।

১২ ঃ সায়ন খাঁন (৯০) মৃত ঃ *সাপের কামড়ে মারা গেলেন বর্ধমানের মাধবডিহি থানার নিগড়া* গ্রামের। কোলডোমনা সাপ ছোবল মারে। বর্ধমান মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে সে মারা যায়।

১৪ ঃ মহেশ মণ্ডল (৩০) মারা গেল ঃ সোনারপুর থানার বিবেকানন্দনগরে বাড়ি ফেরার সময় সাপের কামড়ে মারা গেলেন। উল্টোডাঙার এক বেসরকারি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। তাকে দু-তিনটি হাসপাতালে ঘুরিয়ে শেষে উল্টোডাঙায় নিয়ে যান।

১৯ ঃ সোনামনি মুর্মু (২৭) মারা গেল ঃ সাপের কামড়ে মৃত্যু হল বীরভূমের বোলপুরের দুর্গাপুরে। মাঠে ছোবল মারে। বর্ধমান মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।

★ সুনীল বাস্কে (৩২) মারা গেল ঃ বাড়ি মঙ্গলকোটের কেষ্টপুর গ্রামে। গত ১৩ অক্টোবর জমিতে সাপে কামড়ায়। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

২১ ঃ ধনঞ্জয় ঘোষ মারা গেল ঃ পূর্বস্থলীতে সাপের কামড়ে মারা যান। ঘুমন্ত ধনঞ্জয়কে ছোবল মারলে চটপট নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর সেখানেই তিনি মারা যান।

২২ ঃ সাপ পাচারে গ্রেপ্তার ৪ জন ঃ কেউটে সাপ সহ চার পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করল বনদপ্তর। রামগঙ্গা রেঞ্জের পাথরপ্রতিমা বাজারের একটি বাড়ি থেকে ফিরোজ মাল, তাপস মাল, নীলকুমার মাল ও মিঠু মালকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বাড়ি নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে। উদ্ধার হওয়া সাপগুলিকে ঝড়খালিতে পাঠানো হবে।

২৬ঃ বেলদায় দু'মুখো সাপ ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা এলাকার সাউরি অঞ্চলের একারখিতে বিরল প্রজাতির ১টি ২ মুখো সাপ উদ্ধার হচ্ছে। সাপটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

৩০ ঃ সনিয়ার (১৩) মৃত্যু ঃ মাস দেড়েক আগে চৌধুরী পরিবারের একমাত্র মেয়ে সনিয়ার মৃত্যু হয় সাপের ছোবলে। তারপর থেকে সাপের আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন কল্যাণীর ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ভুট্টাবাজারের বাসিন্দা সঞ্জীব চৌধুরী ও তার স্ত্রী সন্তোষী চৌধুরী। দুই ছেলেকে নিয়ে উঠোনে ত্রিপল খাটিয়ে থাকছে গোটা পরিবার।

সুন্দরবনের বাঘ ঃ অক্টোবর ২০১৯

৩ ঃ আঙুরবালা জানা (২৬) মৃত ঃ পাথরপ্রতিমার ধনচি জঙ্গল এলাকায়। শ্রীধরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের গিরিপাড়ার বাসিন্দা। স্বামী সহদেব জানার সঙ্গে কাঁকড়া ধরতে যান। ঠাকুরান নদীতে আচমকা কুমির এসে পায়ে কামড়ে নদীর মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। আঙুরবালার চিৎকারে স্বামী সহ অন্য মৎস্যজীবীরা চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন।

১০ ঃ কার্তিক মণ্ডল (৫৬)কে বাঘে নিল ঃ সুন্দরবনের পীরখালি ২ নম্বর জঙ্গলের জোড়া খানীতলা খালের কাছে। গোসাবার বাসি সত্যনারায়ণপুর গ্রামের বাসিন্দা। একটি বাঘ আচমকা কার্তিকের সামনে চলে আসে। বাঘ দেখে ভয়ে খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাঘও ঝাঁপায়। সঙ্গী জয়দেব ও তুষার বৈঠা, বাঁশ নিয়ে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। রণে ভঙ্গ দেয় বাঘ। হাসপাতালে আনার পথে মারা যান কার্তিক।

১১ ঃ বাসুদেব ভুঁইয়াকে (৪২) বাঘের নিল ঃ সজনেখালির জঙ্গলে স্ত্রীর সামনে স্বামী বাসুদেবকে বাঘে তুলে নিয়ে চলে যায়। পাথরপ্রতিমা ব্লকের গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার বাসিন্দা। বডি পাওয়া যায়নি।

১৫ ঃ বাঘের চামড়া ও হাড়সহ ধৃত দুই ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার হাসিমারা চৌপথি থেকে উদ্ধার হয়েছে ১৪ ফুট লম্বা বাঘের চামড়া এবং ১১০টি হাড়। গ্রেপ্তার হয়েছে ইয়ংবা লানং এবং নামগে ওয়াংডি নামে ভুটানের বাসিন্দা দুই পাচারকারী। এক ক্রেতার কাছে চামড়াটি ৩২ লক্ষ টাকায় বিক্রির কথা হয়েছিল।

১৭ ও ১৮ ঃ রাধা আউলিয়া (৫৬), শঙ্কু মণ্ডল (৬০)কে বাঘে নিল ঃ দু'জনেরই বাড়ি গোসাবার সাতজেলিয়ায়। ঘটনা কালীরচর জঙ্গলে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে রাধার মৃত্যু হয়। শঙ্কুর দেহ খুঁজে পায়নি। রাধার স্বামীকে বছর কয়েক আগে বাঘে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন-উত্তর — ৪৪

১৩১) পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশের আগে নাগাল্যান্ড কোন রাজ্যের অংশ ছিল? ১৩২) তাজমহল তৈরি হয়েছিল অন্য কোন স্থাপত্যের আদলে? ১৩৩) কোন রাজ্যের পরিকল্পিত রাজধানী হিসেবে অমরাবতী শহরটি নতুনভাবে গড়ে উঠেছে? ১৩৪) দুই রাজ্যের রাজধানী হিসেবে চণ্ডীগড় ছাড়া আর কোন শহরটি স্বীকৃত? ১৩৫) কোন দেশের অফিসিয়াল নামটি ভুল — আমেরিকা (USA)/ দক্ষিণ আমেরিকা (RSA) / ব্রিটেন (UKA)/ সৌদি আরব (KSA)? ১৩৬) ২৭ জুলাই ভারতের কোন রাষ্ট্রপতির মৃত্যুদিন ছিল? ১৩৭) ভারত ছাড়াও 'সার্ক'ভুক্ত কোন দুই দেশের স্বাধীনতার মাস আগস্ট? ১৩৮) 'মিশনারিজ অব চ্যারিটি' কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১৩৯) বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ ডিরোজিও-র সম্পূর্ণ নাম কী? ১৪০) ঝাড়সুগুড়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কোন রাজ্যে অবস্থিত?

গত সংখ্যার (মে) উত্তর

১২১) তহিগুয়ান, ১২২) সত্যজিৎ রায়, ১২৩) লোদি গার্ডেন, ১২৪) উটি, ১২৫) প্রজাপতি, ১২৬) জল, ১২৭) পেয়ারা, ১২৮) United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, ১২৯) ইন্দোনেশিয়া, ১৩০) কাতার।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশেষ বিশেষ খবর ঃ অক্টোবর ২০১৯

১০ ঃ মাটি মেশানো সিমেন্টের কারবার ঃ

মিনাখী থেকে নামী কোম্পানির সিমেন্টের বস্তায় মাটি ভরে বাজারে বিক্রির কারবার চালানোর অভিযোগে তিনজন গ্রেপ্তার হল। উদ্ধার করা হয়েছে ১১০ বস্তা ভেজাল সিমেন্ট।

১১ ঃ ধুলো ঘেঁটে সোনা খুঁজে বেড়ান ঃ

হাওড়ার সালকিয়া, শিবপুর এলাকার সোনার দোকান থেকে ধুলো বস্তা পিছু ১৫০-২০০ টাকায় কিনে নেন। মেশিনে পেশাই করে চালনি দিয়ে ছাঁকেন ওই ধুলো। জল দিয়ে ধোওয়া হয়। চুম্বকের সাহায্যে আলাদা করে নেওয়া হয় সোনা ও লোহা। তামা, পিতল ও দস্তার ক্ষেত্রে রোদে শুকিয়ে চালাই মেশিনের সাহায্যে বাদ দেওয়া হয় অপ্রয়োজনীয় অংশ। ১২০-১৫০ টাকা কিলো দরে বিক্রি হয় সেগুলি। এভাবে তাদের দিনের শেষে ১৫০-২০০ টাকা আয় হয়। সালকিয়ায় সোনাপট্টি আছে। সমস্ত ছাঁট সোনা এসে ভেঙে জমা হয়। সেগুলি প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ছেঁকে ধাতুটা সংগ্রহ হয়। প্রতিদিন ১০ টনের ধুলো সংগ্রহ করা হয়। তা থেকে সোনাসহ বিভিন্ন ধাতু সংগ্রহ করে পুনরায় বিক্রি করে প্রতিদিন গড়ে হাজার টাকা রোজগার হয়।

১৪ ঃ বাঙালির নোবেল

বিশ্বকে দারিদ্রমুক্ত করতে ওঁদের পরীক্ষামূলক পদ্ধতির স্বীকৃতি হিসাবে এই নোবেল। ভারত মার্কিন অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রী সহ গবেষক এস্থার ডাফলো এবং তৃয় জন হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশায়েল ক্রেমার।

১৬ ঃ ভারত ক্ষুধার্ত ঃ

বিশ্ব ক্ষুধা সূচক (গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স) এর তালিকায় ভারতের থেকে এগিয়ে বাংলাদেশ, পাকিস্তান। ১১৭ দেশের এই তালিকায় ভারত ১০২তম। ক্ষুধা মেটানোর তালিকায় ভারতের চেয়ে এগিয়ে নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমারও। পাকিস্তানের স্থান ৯৪, বাংলাদেশের ৮৮, নেপাল ৭৩, মায়ানমার ৬৯ এবং শ্রীলঙ্কা ৬৬, চীন ২৫। ভারতের থেকে পিছিয়ে রয়েছে মাত্র ১৫টি দেশ। ২০১৫ সালে ৭৬টি দেশের মধ্যে ভারত ছিল ৫৫তম। তখনও ভারতের পেছনে দিল ২১টি দেশ। ২০১৭ সালে ১১৯টি দেশের মধ্যে ভারত ছিল ১০০তম স্থানে। ২০১৮ সালে ১১৯টি দেশের মধ্যে ১০৩। ২০১৯ সালে ১১৭টি দেশের মধ্যে ১০২-তম স্থানে দাঁড়িয়ে ভারত।

★ নলকূপ থেকে গ্যাস ঃ

বাসন্তী থানার রামচন্দ্রখালি পঞ্চায়েতের ইটাভাটি গ্রামে নলকূপ থেকে পানীয় জলের বদলে বেরোচ্ছে গ্যাস যা আগুনের সংস্পর্শে জ্বলে উঠছে।

১৯ ঃ টিউবওয়েলের মুখে দেশলাই ঠুকলেই আলো ঃ

উত্তর ২৪ পরগনায় চাকলার মজিলহাটি গ্রামের ঘটনা। আগুনের নীলাভ শিখা ও আগুনের উৎস দেখতে ছুটে আসছে জনতা। এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাস আছে বলে দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

২১ ঃ প্রয়াত শুভা দত্ত (৬৭) ঃ

'বর্তমান' সংবাদপত্রের সম্পাদক। দীর্ঘদিন ধরে নানা অসুখে ভুগছিলেন তিনি।

২২ ঃ জাপানের সিংহাসনে নরুহিতো ঃ

চিরাচরিত ঐতিহ্য মেনে জাপানে সম্রাট নরুহিতোর সিংহাসন গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হল। দু'হাজার বছর ধরে জাপানের রাজপাট সামলাচ্ছে নরুহিতোর পরিবার। এ বছরই পদত্যাগ করেন নরুহিতোর বাবা। এর কয়েক মাসের মধ্যে নরুহিতো সম্রাটের পদ গ্রহণ করলেন।

★ ডিজে বাজানোয় নিষেধাজ্ঞা ঃ

জয়নগর ১ ব্লক অফিসে পূজা কমিটিগুলিকে নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানে শব্দ দূষণ নিয়ে সতর্ক করা হয়। পুজোর দিন অথবা বিসর্জনে ডিজে বক্স বাজানোর ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ডিজে বাজানো নিষিদ্ধ হল নিউ ব্যারাকপুরে।

★ পুড়িয়ে খুন কুকুরকে ঃ

রান্নাঘরে ঢুকে মাংস খাওয়ার অপরাধে একটি কুকুরকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে মেদিনীপুরের এক বধূর বিরুদ্ধে। অভিযোগ দায়ের হয়েছে কোতয়ালি থানায়। পালবাড়ি দেশের মাঠ এলাকায় কুকুরটিকে চেন দিয়ে বেঁধে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মারা হয়। এরপর সুমিত্রা বেহেরা নামে ওই বধূর বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন পশুপ্রেমীরা।

২৩ ঃ শিশুবান্ধবে সেরা সরবেড়িয়া ঃ

শিশুদের জন্য কাজ করে 'শিশু-বান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত অ্যাওয়ার্ড' পেল। সুন্দরবন এলাকার সরবেড়িয়া আগরহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত দেশের সেরার শিরোপা ছিনিয়ে নিল।

২৬ ঃ ২৮ দিন ভেসে ওড়িশা উপকূলে ঃ

আন্দামান-নিকোবরের শহিদ দ্বীপের বাসিন্দা অমৃত কুজুর (৪৯) ২৮ দিন পর অমৃত কুজুরের নৌকো এসে ঠেকেছে ওড়িশার খিরিশাহি গ্রামের উপকূলে। ওড়িশা উপকূল থেকে প্রায় ১৩০০ কিলোমিটার দূরে যাত্রা শুরু করেছিলেন অমৃত ২৮ সেপ্টেম্বর। সমুদ্রে ভাসমান জাহাজে প্রয়োজনীয় সামগ্রী জোগান দিয়ে আয় হবে, ছিল ৫ লক্ষ টাকার জিনিস। হঠাৎ ঝড়। ছিন্ন হয়ে যায় ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন। বন্ধু দিব্যরঞ্জনকে বাঁচাতে পারেননি।

২৮ ঃ গুজরাতে বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণ ঃ

এর আগে এই গুজরাত থেকেই ৫০০ জন দলিত বৌদ্ধ হয়েছিলেন। দলিত হওয়ায় তাদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। এর প্রতিবাদে প্রায় দেড় হাজার দলিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণ করলেন।

★ বোনফোঁটা ঃ

কলকাতার নামি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সংবেদন বোনফোঁটার আয়োজন করে আসছে। যাদের কথা কেউ ভাবেন না সেইসব রূপান্তরকামী মানুষদের প্রথম বোনের মর্যাদা দিয়ে আয়োজন করে বোনফোঁটা। যৌনপল্লীর দিদিদের নিয়েও হয় বোনফোঁটা। দর্জিপাড়ায় যতীন মিত্র পার্কে বোনফোঁটার আয়োজন করা হয়।

শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-৪২

দাড়ি রাখলে তার যত্নও নিতে হবে

★ অনেকের ধুলোবালিতে অ্যালার্জি থাকে। তেমন সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজ উপায় হল দাড়ি রাখা। এতে বাতাসে ভাসমান ধুলোবালি আটকানো যায়। শুধু তাই নয়, সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকেও মুখের ত্বক বাঁচানো যায়। ★ আর শ্যাম্পু করার পর অবশ্যই কন্ডিশনার লাগাতে হবে। ★ চকচকে ও নরম রাখার জন্য অলিভ অয়েল বা অন্য কোনো তেল লাগাতে পারেন। ★ দাড়ি রাখলে তার জন্য পকেটে আলাদা চিরুনি রাখুন। ★ অনেকেই চুল আঁচড়ানোর চিরুনি দিয়েই দাড়ি আঁচড়ান। কিন্তু মনে রাখা দরকার, চুল ও দাড়ির চরিত্র একেবারে আলাদা। তাই আলাদা চিরুণি ব্যবহার করুন। ★ দাড়ির ছাঁট ঠিক রাখতে ট্রিমার ব্যবহার করুন। যারা রেজার ব্যবহার করেন তারা সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখুন। ★ কোনো নতুন স্টাইল করতে চাইলে দাড়ি গজানোর পরেই তা ট্রিমিং করাবেন না। সময় নিয়ে একটু বড় হলে স্টাইল করবেন। ★ চুল রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দাড়ি রঙ করাবেন না। কারণ গোঁফ-দাড়িতে লাগানো রঙ পেটে গেলে সাংঘাতিক ক্ষতি হতে পারে। কাজেই জীবন বিপন্ন করে কিছু না করাই ভাল।

পাখির ব্রেন সার্জারি

★ কাকাপো টিয়ার ছানার মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করলেন পশু চিকিৎসকরা। এই প্রথম কোনও পাখির মস্তিষ্কে সফল অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হল। বিপন্ন প্রজাতিটি রক্ষায় এই অস্ত্রোপচার। বর্তমানে দুনিয়া জুড়ে মাত্র ১৪৭টি প্রাপ্তবয়স্ক কাকাপো টিয়া রয়েছে। নিউজিল্যান্ড এই প্রজাতির টিয়া বৃদ্ধির জন্য সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। কয়েকশো বছর আগে কাকাপো টিয়া ছিল নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে সাধারণ পাখিগুলির মধ্যে অন্যতম। এখন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এই প্রজাতির টিয়া সকল প্রজাতির থেকে আকারে বড়। এটি উড়তে পারে না। যে টিয়াটির মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, সেটির বয়স মাত্র ৫৬ দিন। এর নাম ইস্প-১বি। পাখিটির জন্ম হয় অস্বাভাবিক খুলি নিয়ে। ফলে তার প্রাণ সংশয় দেখা দেয়। তাই সেটি বাঁচানোর জন্য মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ওয়াইল্ডবেস হাসপাতালে পরিচালক অধ্যাপক ব্রেট গারটেল বলেন, এ ধরনের অস্ত্রোপচার দুনিয়ায় প্রথম। এর আগে কোনও পক্ষী প্রজাতির ওপর এমনটা করা হয়নি। তার মাথার খুলিটি পুরোপুরি জোড়া ছিল না। খুলির মাঝামাঝি জায়গায় থাকা হাড়গুলোর মধ্যে কিছুটা ফাঁকা জায়গা ছিল। (১৩.৩.১৯)

বহু নামী অভিনেত্রী ক্যান্সারের শিকার

★ কিছুদিন আগে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় হলিউড অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি স্তন ক্যান্সার সারাতে মাসেকটমি অস্ত্রোপচার করিয়েছেন বলে প্রকাশ পেয়েছিল। অপারেশনের পর অ্যাঞ্জেলিনার বুকে ক্যান্সারের আশঙ্কা ৮৭ থেকে ৫ শতাংশ কমিয়ে আনা হয়েছে বলে জানা গেছে। কিংবদন্তি অভিনেত্রী গ্রেটা গার্বোও স্তনের ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে মাসেকটমি অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন। এছাড়া, অস্কার জয়ী অভিনেত্রী জেনিফার জোন্সও স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। পরে চিকিৎসার মাধ্যমে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। একইভাবে, নিকোল কিডম্যানের মা তথা বিখ্যাত অভিনেত্রী জানেলা কিডম্যানেরও এই রোগে মৃত্যু হয়েছিল। জানা গেছে, মেইরিন রয়ের মতো অভিনেত্রী স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দুবার মাসেকটমি অপারেশন করিয়েছিলেন। চার্লি টেম্পলব্ল্যাক, কেবেলাসি, ক্রিশ্চিয়ানো অ্যাপেলগেট, অ্যালি বেঞ্জলি, এলিজাবেথ জলি হেরিস প্রমুখ বহু বিখ্যাত অভিনেত্রী স্তন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে কেউই রোগ না লুকিয়ে বরং উপযুক্ত চিকিৎসা করিয়ে সবার কাছে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। আমাদের দেশে এখনও স্তন ক্যান্সার হলে মানুষ মৃত্যু অনিবার্য বলে ধারণা করেন। তবে এই অভিনেত্রীরা সুচিকিৎসা করিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এখন বিজ্ঞানের অগ্রগতির সুবাদে স্তন ক্যান্সার কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নয়। সময় থাকতে চিকিৎসা করালে আগের মতোই স্বাভাবিক জীবন যাপন সম্ভব। (১৯.২.১৯)

ডিম থেকে ক্যান্সারের ওষুধ?

★ স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটির একদল গবেষক দাবি করেছেন, মুরগির ডিম থেকে তৈরি হতে পারে ক্যান্সারের ওষুধ। মুরগির শরীরে রয়েছে মানব জিন। তাই মুরগির ডিমে এমন এক প্রোটিন রয়েছে, যা দিয়ে প্রাণঘাতী ক্যান্সারের চিকিৎসা করা সম্ভব। তবে এই ডিম স্বাভাবিকভাবে মুরগির পাড়া ডিম নয়। মুরগির শরীরে জিনগত কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে এই বিশেষ গুণসম্পন্ন ডিম পাড়ানো হবে। গবেষকদের মতে, এই বিশেষ ধরনের ডিমে এমন কিছু ওষুধ থাকবে যা দিয়ে আর্থ্রাইটিস বা বাত সহ কয়েক ধরনের ক্যান্সারের চিকিৎসা সম্ভব। গবেষণালব্ধ ফর্মুলা অনুযায়ী কারখানায় এই ওষুধ উৎপাদনে যে খরচ হবে, মুরগির মাধ্যমে এই একই ওষুধ তৈরি করতে খরচ পড়বে তার থেকে একশ গুণ কম। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসলিন ইনস্টিটিউটের গবেষক অধ্যাপক ড. লিসা হেরন বলেন, একদল চিকিৎসা বিজ্ঞানী গবেষণায় দেখিয়েছিলেন, ছাগল, খরগোশ এবং মুরগির শরীরে জিনগত কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে দুধ কিংবা ডিমে এমন কিছু প্রোটিন তৈরি করা সম্ভব, যা ক্যান্সারের চিকিৎসায় যুগান্তকারী সাফল্য এনে দিতে পারে। গবেষক টিম মুরগির ডিএনএ র ভিতর মানুষের এমন একটি জিন ঢুকিয়ে দিয়েছে যা মানবদেহের প্রোটিন তৈরি করে। তারপর পাড়া ডিম পরীক্ষা করে দেখা যায়, কুসুম বাদে সাদা অংশের মধ্যে ওই প্রোটিন যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। এই দিয়ে ক্যান্সার চিকিৎসার ওষুধের একটি ডোজ তৈরি করতে মাত্র তিনটি ডিম লাগে। (২৯.১.১৯)

পকেটমারির রকমফের

প্রতারণার এ ভুবনে

★ **প্রতারণা যে পথে** - সল্টলেকের একটি স্থানীয় সংবাদপত্রে এক বিজ্ঞাপন দেখে সেই সংস্থার দেওয়া মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করেন এডি ব্লকের বাসিন্দা অবনী গুপ্ত। দোতলা নির্মাণের জন্য ৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। ওই সংস্থা তাঁকে জানায়, ৬ শতাংশ সুদের হারেই তিনি লোন পাবেন। কিন্তু লোন নেওয়ার জন্য তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জমা রাখতে হবে। ওই টাকা দেওয়ার পরেই সংস্থাটির সঙ্গে তিনি আর যোগাযোগ করতে পারেননি। ★ নামী সংস্থার মোবাইল টাওয়ার ছাদে বসান। বাড়ি বসে পান মাসে ১০ হাজার টাকা ও এককালীন ১৫ লক্ষ টাকা। মোবাইলে এই প্রস্তাব পেয়েই লেকটাউনের এ ব্লকের বাসিন্দা চৈতালি সামন্ত যোগাযোগ করেন। সংস্থাটি জানায়, টাওয়ার বসানোর আগে তাঁকে ৭৫ হাজার টাকা জমা রাখতে হবে। সেই মতো টাকা দেন চৈতালি। কিন্তু টাওয়ার বসেনি। ৭৫ হাজার টাকা খুইয়েছেন। ★ ১০ বছরে টাকা তিন গুণ করুন, সঙ্গে প্রত্যেক মাসে ১০ শতাংশ হারে সুদ পান। তবে যোগাযোগ করুন শুধু প্রবীণরা। বিজ্ঞাপন দেখে যোগাযোগ করেন বাগুইআটির অর্জুনপুরের পল্লব মৈত্র। অবসরপ্রাপ্ত ওই সরকারি কর্মী ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করেন। কিন্তু প্রতি মাসে সুদ তো দূরের কথা, তিনি ফিরে পাননি আসলও। এই তিন জায়গায় তিন বাসিন্দাকে প্রতারণার মূলে কিন্তু একটিমাত্র সংস্থা।

কেন প্রতারিত - তিন জনের ভুলটা হয়েছে যে, তাঁরা কেউই সংস্থাটির বিষয়ে বিস্তারিত খতিয়ে দেখেননি। লোভে পড়ে অন্ধের মতো ওই সংস্থাকে বিশ্বাস করে তাঁরা টাকা দিয়েছেন। লোভ ছাড়তে হবে, একই সঙ্গে সচেতন হতে হবে। নাহলে এই ধরণের প্রতারণার খপ্পর থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন।

ঠকিয়ে ৫০ কোটি - শুধু ওই তিন জন নন, একটিমাত্র সংস্থার ওই প্রতারণার শিকার প্রায় হাজার জন। তাঁদের ঠকিয়ে ৫০ কোটি টাকা হাতিয়েছে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ ও হাবরায় অফিস খুলে বসা সংস্থাটি। প্রতারিতরা ওই সংস্থার অ্যাকাউন্ট নম্বর পেয়েছিলেন। যাতে টাকা জমা দিতে হয়েছিল। সেই নম্বরের সূত্র ধরে চক্রের পান্ডা পঙ্কজ দাসের নাম উঠে আসে। তবে গত এক বছর ধরে সে গা ঢাকা দিয়েছিল। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে বেহালা থেকে পঙ্কজকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ভিন রাজ্যেও জাল - পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ওড়িশা, বিহার, অসম, মেঘালয়, অরুণাচলপ্রদেশ, ত্রিপুরার বহু মানুষকে ঠকিয়ে বিপুল পরিমাণ টাকা হাতিয়েছে পঙ্কজ। এই প্রতারণা চক্র নিয়ে ২০১৮ সালের ১৬ আগস্ট একটি বেসরকারি মোবাইল পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা অভিযোগ দায়ের করে সল্টলেক সাইবার ক্রাইম থানায়। ওই ঘটনায় আগেই ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। শনিবার ধৃত পঙ্কজ দাস ছিল ওই সংস্থার চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার।

যা মাথায় রাখবেন - ★ মোবাইল পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা কখনও মোবাইলে ফোন বা এসএমএস করে টাওয়ার বসানোর প্রস্তাব দেয় না। ★ সুদের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা রয়েছে, তার বাইরে সুদের হার কেউ কমবেশি করতে পারে না। ★ কোনও সিকিওরিটি ডিপোজিট হিসেবে টাকা নয়, সম্পত্তি জমা রাখে। (২৩.৯.১৯)

সাবধান! বিবাহিত পুরুষদের ফাঁসিয়ে প্রতারণা

★ শুক্রবার নদিয়ার হরিণঘাটা এলাকা থেকে পুলিশের জালে ধরা পড়ল মক্ষীরানি সুকন্যা ব্যানার্জী। সুকন্যা প্রথমে বিয়ে করে বছর কয়েক আগে, দত্তপুকুরের মনোজ মল্লিককে। কিছুদিন পরেই স্বামীর বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের মামলা করে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা খোরপোশ আদায় করে নেয়। প্রথম বিয়ের বছর খানেক পর ফের সুকন্যা বিয়ে করে সুজয় দেবনাথকে। মাস খানেক তার সঙ্গে সংসার করার পর সুজয়ের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ এনে আড়াই লক্ষ টাকা আদায় করে। মূলত সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে সুকন্যা পুরুষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করত। বিয়ে করে বা অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে শুরু করত ব্ল্যাকমেল। প্রয়োজনে পাল্টে ফেলত নিজের পদবিও। তৃতীয় বিয়ে করে বারাসতের বনমালিপুরের সুকান্ত রায়কে। সুকান্তর প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পর তিনি সুকন্যাকে বিয়ে করেন। বেসরকারি কলেজের শিক্ষক সুকান্ত। বিয়ের দশ দিন না যেতেই সুকান্তর বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের মামলা করে সে। সুকন্যা বলে, মাস মাইনের পুরো টাকা তার হাতে তুলে দিতে হবে। আমি রাজি না হওয়ার আমাকে মারধর করত। আমার বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করে। আমার কাছ থেকে দুই লক্ষ টাকা আদায় করে নেয় সুকন্যা। আমি আজও মামলা চালিয়ে যাচ্ছি। (২৭.৮.১৭)

অভিনব কায়দায় চুরি দুর্গাপুরে

★ কাপড়ের দোকান থেকে ২৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ দায়ের করা হয় থানায়। বুধবার সন্ধ্যায় প্রায় ৫৫ বছর বয়সী দীর্ঘদেহী পুরুষ ও তার ৫০ বছর বয়সী মহিলা সঙ্গী সাগরভাঙা জোনাল মার্কেটের বেশ কয়েকটি দোকানে যায়। নিজেদের দুবাইয়ের বাসিন্দা বলে পরিচয় দেন। সব দোকানদারের কাছেই ভারতীয় ২০০, ৫০০ ও ২০০০ টাকার নোট কেমন তা তাদের দেখানো হোক বলে আবেদন জানাতে থাকেন। প্রথম দুটি দোকানের ক্যাশবাক্স থেকে টাকা চুরি করতে ব্যর্থ হলেও একটি কাপড়ের দোকানে একজোড়া মোজা কেনেন দম্পতি। তারপরে দোকান মালিকের কাছে এসে ক্যাশবাক্সে হাত ঢুকিয়ে টাকা তুলে জানতে চান ভারতীয় ১০০, ২০০ টাকা কেমন তা দেখাতে। দোকান মালিক অভিজিৎ গুপ্তার অভিযোগ, ক্যাশবাক্সে রাখা ২৫ হাজার টাকা যা তিনি গাড়ির কিস্তির পেমেন্টের জন্য রেখেছিলেন তা হাতিয়ে নেন। এই একই ঘটনা ঘটে দুর্গাপুরে সিটি সেন্টারে অম্বুজা এলাকার অপর একটি দোকানেও। অভিনব কায়দায় লোক ঠকানোর বাবসা দেখে অবাক শহরবাসী। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ওই দম্পতির খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা করেছে পুলিশ। (১৫.৯.১৯)

চালের উপর সোনার গয়না রাখলে বেড়ে হবে দ্বিগুণ

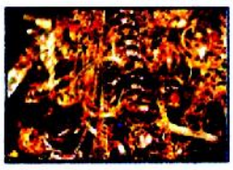

★ ধৃত প্রতারকের নাম রবীন্দ্রনাথ ঘোড়াই। সে পূর্ব মেদিনীপুরের রামচক গ্রামের বাসিন্দা। গত ১০ অক্টোবর দুপুরে মারিশদা থানার বহিত্রকুন্ডা গ্রামের নারায়ণ পণ্ডার বাড়িতে হাজির হয় রবীন্দ্রনাথ। সেই সময় বাড়িতে নারায়ণবাবুর পুত্রবধূ ছাড়া আর কোনও সদস্য ছিলেন না। নিজেকে সাধু পরিচয় দিয়ে গৃহবধূকে জানায় চালের উপরে সোনার গহনা রাখলে তা বেড়ে দ্বিগুণ ওজনের হয়ে যাওয়ার বিদ্যা তার জানা আছে। প্রতারকের কথায় বিশ্বাস করেন গৃহবধূ। পরে রবীন্দ্রনাথের কথামতো একটা বাসনে চাল দিয়ে তার ভেতরে নিজের সমস্ত সোনার গয়না ঢুকিয়ে দেয় গৃহবধূ। প্রতারকের কথামতো সেই চাল ভর্তি বাসনের সামনে ধূপ ও প্রদীপ জ্বালিয়ে ভগবানের নাম করতে থাকে। প্রতারক সেই গৃহবধূকে জানায় এক ঘন্টা ধরে ভগবানের নাম জপ করার পরে চালের ভেতর থেকে সোনার গয়নাগুলি বের করতে। এক ঘন্টা পরে চালের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে সেই গৃহবধূ দেখেন কোনও গয়না নেই। সাধুও পালিয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ করা হয়। সেই অভিযোগের তদন্তে নেমে পুলিশ রবীন্দ্রনাথের সন্ধান পায়। ধৃতকে সোমবার কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করে পুলিশ। (২০.১১.১৮)

রাতের ট্রেনে কখনও ঘুমাবেন না

★ ২৯ এপ্রিল গৌড় এক্সপ্রেসে মালদহ থেকে ফেরার ঘটনা চিরকাল তাড়া করবে। অফিসের কাজে বহরমপুর গিয়েছিলাম। ওখান থেকেই কলকাতায় ফিরতাম। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মালদহে কাজ পড়ে গেল। গৌড়ে এসি টু-টিয়ার কামরায় ফেরার টিকিট কেটেছিলাম। রাতে খাওয়ার পরে ঘুমিয়ে পড়ি। সঙ্গে একটা ব্যাকপ্যাকে অফিসের ল্যাপটপ, মানিব্যাগ আরও দরকারি বেশ কিছু জিনিসপত্র। রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ একবার ঘুম ভাঙল। শৌচালয়ে গেলাম। তখনও ব্যাগটা ছিল স্পষ্ট মনে আছে। বার্থে ফিরে ব্যাগ থেকে বোতল বের করে জল খেয়েছিলাম। তারপরে ফের ঘুমিয়ে পড়ি। সাড়ে ছটা নাগাদ ঘুম ভাঙল। তখন ব্যাগ থাকলেও ল্যাপটপ, মানিব্যাগ, তার মধ্যে টাকাকড়ি, ক্রেডিট কার্ড সব লোপাট। মোবাইল ফোনটা পকেটে রেখেছিলাম। আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগটুকু অন্তত করতে পেরেছি। শিয়ালদহে নামার পরে চুরির অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলাম জিআরপির কাছে। সেখানে ওঁদের এক অফিসার জানালেন, প্রতিদিন এমন বেশ কয়েকটা অভিযোগ জমা পড়ে। ৯০ শতাংশ মালই পাওয়া যায় না। এটা শোনার পরে আমি আর চুরি যাওয়া জিনিস ফেরত পাওয়ার আশা করছি না। (১.৫.১৮)

কোটি টাকার প্রতারণা, রহস্য উন্মোচন

★ অভিযুক্ত ওই লজেস্টিক সংস্থার ডেলিভারি বয়ের নাম শুভঙ্কর দাস। কাকতালীয়ভাবে ওই ডেলিভারি বয়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বরের সঙ্গে লজেস্টিক সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বরের অতি সামান্য তফাত ছিল। অভিযুক্তের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর ছিল ৪৫৮৬। কোম্পানির ৪৫৮৭। আর এই দুই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বরের মধ্যে এই সামান্য তফাতের কথা জানতে পেরেছিলেন লজেস্টিক সংস্থারই ডেলিভারি বয় শুভঙ্কর। লজেস্টিক কোম্পানি কাস্টমারদের ফোন করে তিনি পাওনা টাকা কোম্পানির অ্যাকাউন্টে পাঠাতে বলতেন। কিন্তু কোম্পানির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর বলার সময় নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর বলে দিতেন। টাকা প্রেরক ও কোম্পানি প্রাথমিকভাবে ভাবলেন যথাযথ আর্থিক লেনদেন হয়েছে তাদের মধ্যে। এভাবেই গত এক বছর ধরে কোম্পানির প্রায় ৯৩ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় শুভঙ্কর। শেষ পর্যন্ত গত মার্চে অডিট রিপোর্ট করায় সংস্থাটি। তখনই ওই প্রতারণার বিষয়টি উঠে আসে। গিরীশ পার্ক থানার দ্বারস্থ হয় ওই কোম্পানি। শেষ পর্যন্ত লালবাজারের ব্যাঙ্ক ফ্রড শাখা প্রতারণার রহস্যের উন্মোচন করে। পাকড়াও করে ওই ডেলিভারি বয়কে। (১০.৮.১৯)

জীবিকা - ১৬

কচুরি বিক্রি করে বছরে ৬০ লাখ টাকা

★ শুধু শহর নয়, গোটা আলিগড় জেলা জুড়ে তাঁর দোকানের কচুরি আর সামোসার প্রসিদ্ধি। দোকানের মালিক মুকেশ কুমারের বছরে আয় অন্তত ৬০ লক্ষ টাকা। অভিযোগ, কচুরি বিক্রি করে কোটিপতি হলেও মুকেশ কখনও এক পয়সাও কর দেননি সরকারকে। এমনকী, পণ্য-পরিষেবা করের (জিএসটি) রেজিস্ট্রেশন পর্যন্ত করাননি। সম্প্রতি আলিগড়ে সীমা টকিজের পাশের খিল্লি গলির ওই ছোট্ট কচুরি দোকানে অভিযান চালিয়েছিল আলিগড়ের বাণিজ্যকর দপ্তরের 'স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেটিং ব্যুরো' (এসআইবি)। স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ পেয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই এসআইবির অফিসারেরা মুকেশ কচুরিওয়ালার দোকানের উপর নজর রেখেছিলেন। ২১ জুন '১৯ সার্চ ওয়ারেন্ট বের করে তল্লাশি চালানো হয়। সে সময় মুকেশ তাঁর বিপুল আয়ের কথা কবুল করেন।' কর ফাঁকির দায়ে মুকেশকে নোটিশও পাঠিয়েছে 'কমার্শিয়াল ট্যাক্স' দপ্তর। যদিও মুকেশের দাবি, আইন-কানুন সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না বলেই এমনটা ঘটেছে। তাঁর কথায়, 'গত ১২ বছর ধরে এই কচুরি-সামোসার দোকান চালাচ্ছি। বাণিজ্যকর দেওয়া বা জিএসটি করদাতা হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার বিষয় জানা ছিল না।' নোটিশ অনুযায়ী জিএসটি এবং বাণিজ্যকর দিতে বাধ্য থাকবেন মুকেশ। পাশাপাশি, এক বছরের আয়ের উপর অতিরিক্ত কর দিলে নিষ্কৃতি মিলবে তাঁর। (২৬.৬.১৯)

● PRINTED, PUBLISHED & OWNED BY BISWAJIT MAHAKUR ● PRINTED AT SUSENI PRINTERS ● VILL. - GHUTIARY SHARIP, P.O. - BANSRA, SOUTH 24 PARGANAS ● PUBLISHED AT JOYGOPALPUR, P.O. - J.N.HAT, P.S. - BASANTI, DIST.- S.24 PARGANAS, PIN - 743312 ● PH - 8436644591, 8926420134 ● e-mail : prabhuhaldar@gmail.com

EDITOR : PRABHUDAN HALDAR